**বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিদেশী বন্ধুদের সম্মাননা অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, রবিবার, ১৬ আশ্বিন ১৪২০, ০১ অক্টোবর ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মাননীয় রাষ্ট্রপতি,

বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু ও আজকের বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ,

আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ,

ভদ্র মহিলা ও মহোদয়গণ।

আসসালামু আলাইকুম ও শুভ অপরাহ্ন।

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাদানকারী বিদেশী বন্ধুদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এসব বিদেশী বন্ধুরা ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতির সবচেয়ে কঠিন দুঃসময়ে সমবেদনা ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জেলখানায় নিহত জাতীয় চার-নেতাকে। আমি মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত মা-বোনদের প্রতি জানাচ্ছি গভীর সমবেদনা। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

আমাদের জাতিসত্ত্বার ইতিহাসে মহান মুক্তিযুদ্ধ সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল মুহূর্ত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে এদেশের মুক্তিকামী মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। অজেয় মনোবল, অসীম সাহস এবং বীরত্ব নিয়ে বর্বরোচিত আক্রমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এদেশের মানুষ শোষণ ও বঞ্চনার অবসান ঘটান।

বঙ্গবন্ধুর আজীবনের স্বপ্ন ছিল এদেশের শোষিত মানুষের স্বাধীনতা ও মুক্তি অর্জন করা। তিনি বাঙ্গালি জাতিকে জাতীয়তাবাদী মন্ত্রে উজ্জীবিত করেন, তাঁদেরকে অদম্য মনোবলে উদ্দীপ্ত করেন এবং সর্বোপরি পরিকল্পিত গণহত্যার বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেন।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,

আপনারা জানেন, প্রাকৃতিক বৈচিত্রের লীলাভূমি এ ভূখন্ডের সম্পদ লুটে নেওয়ার এবং এদেশের মানুষের শান্তি বিনষ্ট করার জন্য বাইরের শত্রুরা বারবার এদেশের জনগণের উপর আক্রমণ করেছে। কিন্তু বাঙালি বীরের জাতি। সাহসিকতার সাথে বারবার তাঁরা শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।

একটি স্বতন্ত্র ও সমৃদ্ধ জাতিসত্তা এবং নবগঠিত পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী হওয়া সত্বেও আমরা ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর কেবল বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার হয়েছি। আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর বারবার আঘাত এসেছে। আমরা অবহেলা, অমর্যাদা ও চরম অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়েছি।

বাঙ্গালি জাতি তার অবিসংবাদিত মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয় অধিকার আদায়ের সংগ্রামে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়ী হয়। সুযোগ আসে এসব অবিচার সংশোধনের। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিবর্তে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ আমাদের উপর অন্যায্য যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। শুরু করে শতাব্দীর জঘন্যতম পৈশাচিক গণহত্যা।

গণতান্ত্রিক অধিকার এবং একটি শোষণহীণ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবীই ছিল বাংলাদেশের মানুষের একমাত্র অপরাধ।

অকুতোভয় বাঙালি জাতি এ নৃশংস আচরণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালে ২৬শে মার্চ জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সেসময় আপনারা, বাংলাদেশের বিদেশী বন্ধুরা, আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। আমাদের পক্ষে বিশ্ব জনমত ও সমর্থন আদায়ের পথে নেমেছিলেন।

আপনাদের অকুণ্ঠ সমর্থন প্রমাণ করেছিল যে আমাদের সংগ্রাম ছিল ন্যায়ের পক্ষে, ন্যায্য অধিকারের পক্ষে। অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলার জনগণের পক্ষে নেওয়া আপনাদের অবস্থান আমাদের সংগ্রামী জনগণের মনোবলকে সুদৃঢ় করেছিল। আমাদের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত তৈরি করতে সহায়তা করেছিল।

বাংলার অকুতোভয় জনগণ যখন রণাঙ্গনে যুদ্ধরত, তখন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ যেমন লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতি কর্মী, কূটনীতিবিদ আমাদের সাহায্যের জন্য পথে নেমেছিলেন।

সকল সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে আপনারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন বিপন্ন মানুষের প্রতি। খাদ্য, আশ্রয়, মানবিক সহায়তা, চিকিৎসাসেবা, অর্থ, অস্ত্র, জনমত সংগঠন এবং বিশ্ব বিবেক জাগ্রত করার মহান ব্রতে আপনারা এগিয়ে এসেছিলেন।

মানবতা ও বিবেকের ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের জন্য আপনারা যে ক্লেশ স্বীকার করেছেন, তা অবিস্মরণীয়। অনেকে বিপদ ও হুমকির মূখেও ধৈর্য্য হারা হননি।

আমরা আজ সশ্রদ্ধচিত্ত্বে বিদেশী বন্ধুদের এসব অবদানের কথা স্মরণ করছি। আপনাদের সম্মানিত করার মাধ্যমে আমরা নিজেরা সম্মানিত বোধ করছি। আপনাদের মাধ্যমে আপনাদের দেশের সকল জনগণের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

আপনাদের সম্মাননা প্রদানের মধ্য দিয়ে আমরা আজ স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল লক্ষ্য সাম্য, গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায়বিচার, আইনের শাসন এবং সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করছি।

ভদ্র মহিলা ও মহোদয়গণ,

আমি আনন্দের সাথে আপনাদের জানাতে চাই যে, দায়মুক্তির যে সংস্কৃতি একাত্তরের ঘাতকেরা বাংলাদেশের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল, বিলম্বে হলেও তা থেকে আমরা বেরিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু করেছি। আমাদের এ উদ্যোগ বিচারহীনতার বদলে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিচারপ্রাপ্তির পথ সুনিশ্চিত করেছে।

এ ক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন এবং প্রভাবমুক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করছি। আমরা আশাবাদী, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিচারপ্রার্থীরা অবশেষে তাঁদের ওপর সংঘটিত অন্যায়ের প্রতিকার পাবেন। একইসাথে আমাদের জাতীয় জীবনের এক কলঙ্কময় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

তবে, মানবতা বিরোধী অপরাধ সংঘটনের ৪ দশকেরও অধিক সময় পর অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা সহজ কাজ নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। সুষ্ঠুভাবে এ বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য আমরা আপনাদেরও সমর্থন চাই।

ভদ্র মহিলা ও মহোদয়গণ,

বাংলাদেশের পথ চলায় অর্জন অনেক। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সকলক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রভূত অগ্রগতি সাধন করেছে। বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য দারিদ্র্য দূরীকরণ, সার্বজনীন শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মাতৃ-স্বাস্থ্যসেবা এবং উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সার্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের ক্ষেত্রে এক সফল এবং অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা সত্বেও বিগত সাড়ে ৪ বছরে আমরা ৬.৪ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। দীর্ঘমেয়াদী প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাপকাঠিতে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের পঞ্চম শীর্ষ দেশ। সামাজিক উন্নয়ন ও মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে একটি অনুকরণীয় মডেল।

দারিদ্র্য ক্রমেই অপসারিত হচ্ছে। বিগত সাড়ে ৪ বছরে প্রায় ৫ কোটি দরিদ্র মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ স্টার পারফরমার হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে।

বাংলাদেশে আমরা যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করেছি, নারী শিক্ষা ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছি, তা আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। প্রযুক্তির ব্যবহারে, আধুনিক অবকাঠামো নির্মাণে, শিল্প ও বাণিজ্যের নতুন খাত উন্নয়নে, বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণে বাংলাদেশ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ আজ খাদ্য উৎপাদনে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে।

আমার সরকার সাফল্যের পথ বেয়ে নিরন্তর এগিয়ে যাওয়ার জন্য সংকল্পবদ্ধ। বাংলাদেশের মানুষের প্রতিভা, সৃজনশীলতা এবং সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে বঙ্গবন্ধুর ‘‘সোনার বাংলা''র স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা বদ্ধপরিকর।

আমরা মুক্তিযুদ্ধের মূল আদর্শ ও উদ্দেশ্য থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে এক অভূতপূর্ব উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার এই অভিযাত্রায় আমরা আপনাদের নৈতিক সমর্থন কামনা করি।

অনেক বন্ধুই ইতোমধ্যে আমাদের ছেড়ে চিরবিদায় নিয়েছেন। আমি তাঁদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আপনাদের অনেকেরই বয়স হয়েছে। তবু আপনারা কষ্ট করে এখানে উপস্থিত হয়েছেন, এজন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আপনারা ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন। সুন্দর ও সফল হোক আপনাদের সকলের জীবন। চিরস্থায়ী হোক বাংলাদেশের সাথে আপনাদের আত্মিক বন্ধন।

সকলকে আবারও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা  জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।